দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 10 MAR 2007
পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৩

রাবির ভর্তি পরীক্ষার কয়েক কোটি টাকা লোপাট

হিসাব চেয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের চিঠি ❑ প্রশাসন বিপাকে

রাবি সংবাদদাতা

প্রতিবছর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথমবর্ষ সম্মান শ্রেণীতে ভর্তি পরীক্ষার ফরম বিক্রি বাবদ কোটি কোটি টাকার হিসাব নিয়ে তোলপাড় সৃষ্টি হয়েছে। সম্প্রতি শিক্ষা মন্ত্রণালয় ১৯টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি সংক্রান্ত হিসাব-নিকাশের বিষয়টি জানতে চেয়ে চিঠি দেয়ার প্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিপাকে পড়েছে। জানা গেছে, প্রতিবছর ভর্তি ফরম বিক্রি বাবদ কোটি কোটি টাকা প্রশাসন ও শিক্ষক-কর্মকর্তাদের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারার মাধ্যমে হরিলুট হয়ে যাওয়ায় এর কোন হিসাব মিলছে না। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতি শিক্ষাবর্ষে একশ' টাকা হারে মোট পৌনে তিন লাখ ভর্তি ফরম বিক্রি হয়। এতে প্রায় আড়াই থেকে তিন কোটি টাকা আয় হয়। এই বিশাল অংকের টাকা ব্যয়ের কোন সুনির্দিষ্ট নীতিমালা না থাকায় প্রায় পুরো টাকাই বিশ্ববিদ্যালয়ের শীর্ষ কর্তাব্যক্তি থেকে শুরু করে শিক্ষক-কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা হয়। আর এভাবেই দীর্ঘদিন থেকে ভর্তি ফরম থেকে আসা কোটি কোটি টাকা হরিলুট হয়ে আসছে। একটি সূত্র জানিয়েছে, অতীতে ভর্তি ফরম বিক্রির অর্থের কিছু অংশ বিশ্ববিদ্যালয় কোষাগারে জমা করে বাজেটে আয় দেখানো হতো। কিন্তু গত দু'শিক্ষাবর্ষ থেকে প্রায় পুরো টাকাই আত্মসাৎ হয়ে যাচ্ছে। সূত্রটি আরও জানায়, গত দুইটি শিক্ষাবর্ষ অর্থাৎ ২০০৫-০৬ এবং ২০০৬-০৭ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি ফরম বিক্রি বাবদ প্রায় সাড়ে ৫ কোটি টাকা আয় হয়। কিন্তু একটি টাকাও বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নে ব্যয় হয়নি। পুরো টাকাই আত্মসাৎ হয়ে গেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অপর একটি সূত্রে প্রকাশ, প্রচলিত কথিত নিয়ম অনুযায়ী ভর্তি পরীক্ষার ফরম বিক্রি বাবদ অর্থের শতকরা ২০ ভাগ বিশ্ববিদ্যালয় কোষাগারে এবং শতকরা ১০ ভাগ বিভাগ উন্নয়নে ব্যয় হওয়ার কথা। বাকী ৭০ ভাগ অর্থ শিক্ষক-কর্তাব্যক্তিদের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা হয়ে যায়। কিন্তু বিষয়কর হলেও সত্য, বর্তমান প্রশাসনের আমলে বিগত দুইটি শিক্ষাবর্ষে ভর্তি পরীক্ষা ফরম বিক্রি বাবদ সাড়ে ৫ কোটি টাকার পুরোটাই আত্মসাৎ হয়ে গেছে। একটি টাকাও বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা বিভাগ উন্নয়নে ব্যয় হয়নি। ফলে সম্প্রতি শিক্ষা মন্ত্রণালয় ১৯টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি সংক্রান্ত হিসাব-নিকাশের বিষয়টি জানতে চেয়ে চিঠি দেয়ার প্রেক্ষিতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অনেকটাই বিপাকে পড়ে গেছে। প্রশাসন ভর্তি ফরম বিক্রি বাবদ কোটি কোটি টাকা হরিলুট হয়ে যাওয়ায় এর কোন হিসাবে মেলাতে পারছে না। রাত-দিন হিসাব কর্মকর্তাকে নিয়ে রুদ্ধদ্বার বৈঠক করেও কোন পথ খুঁজে পাচ্ছে না। ফলে এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন পাঠানোর বিষয়টি অনেকটাই অনিশ্চিত হয়ে গেছে। চরম দুশ্চিন্তায় পড়েছেন ভিসি-প্রোভিসিসহ প্রশাসনের শীর্ষ কর্তাব্যক্তিরা। গত বুধবার এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক আব্দুল জব্বারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি কথা বলতে রাজি হননি। বিষয়টি হিসাব পরিচালক জানেন বলে তিনি উল্লেখ করেন। পরে হিসাব পরিচালকের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেও তাকে পাওয়া যায়নি।